দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 APR 1996 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

# শিক্ষক ও উপকরণের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ঈশ্বরদী।– পাবনা জেলার নয়টি থানায় প্রাথমিক শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের স্বল্পতার কারণে এবং শিক্ষা উপকরণের অভাবে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ফলে প্রায় ৪ লাখ শিশু-কিশোরের শিক্ষা জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জানা যায়, পাবনা জেলার নয়টি থানা শিক্ষক কর্মকর্তার পদের মধ্যে ৩টি এবং ৩১টি সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদের মধ্যে ৫টি পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রয়েছে। এছাড়া, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৯টি প্রধান শিক্ষক ও ৮৬টি সহকারী শিক্ষকের পদও শূন্য রয়েছে। পাবনা জেলায় প্রধান শিক্ষকের পদ রয়েছে ৬শ' ৪৪টি এবং সহকারী শিক্ষকের পদ রয়েছে ২ হাজার ৮শ' ৩৯টি। জেলায় ৬শ' ৪৪টি এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও ৩শ' ৩৩টি নিবন্ধনকৃত বেসরকারী ও ১শ' ১৩টি অনিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

পাবনা জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীর প্রথম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ঈশ্বরদী থানার লক্ষীকুন্ডা ইউনিয়নের ৬টি স্কুলকে, পাবনা সদর থানার ভাড়ারা ইউনিয়নের ১৯টি, চাটমোহর থানার ফৈলজানা ইউনিয়নের ১৯টি, সুজানগর থানার তাতীবন্দ ইউনিয়নের ৯টি, সাঁথিয়া থানার নাগডেমরা ইউনিয়নের ২০টি, বেড়া থানার চালারচর ইউনিয়নের ৮টি, ফরিদপুর থানার বৃলাহিড়ী ইউনিয়নের ১৪টি, আটঘরিয়া থানার চাঁদভা ইউনিয়নের ১৪টি এবং ভাঙ্গুড়া থানার দিলপাশার ইউনিয়নের ১৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে।

'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীর ফলে ঈশ্বরদী থানার ১ হাজার ৭৮টি পরিবার, পাবনা সদর থানার ২ হাজার ৩শ' ৭৭টি পরিবার, চাটমোহর থানার ১ হাজার ৭শ' ১৩টি পরিবার, সুজানগর থানার ৯শ' ৭৮টি পরিবার, সাঁথিয়া থানার ২ হাজার ১শ' ৫৫টি পরিবার, বেড়া থানার ১ হাজার ৬শ' ৬২টি পরিবার, ফরিদপুর থানার ১ হাজার ৮শ' ৬১টি পরিবার, আটঘরিয়া থানার ২ হাজার ৯৮টি পরিবার এবং ভাঙ্গুড়া থানার ১ হাজার ৫শ' ২৫টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। এ খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় ১শ' ২৫টি বিদ্যালয়ে দুস্থ পরিবারভুক্ত ১৮ হাজার ৩শ' ৬৬ জন শিশু-কিশোর ভর্তি হয়েছে। '৯৪ সালে পাবনা জেলা শিক্ষা অফিসের এক জরিপে দেখা যায়, জেলার ৩ লাখ ৮৬ হাজার ৪শ' ৩৭ জন বালক-বালিকার মধ্যে ৩ লাখ ৩১ হাজার ৫৫ জন অর্থাৎ মোট বালক-বালিকার ৮৮ ভাগ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। তবে উপস্থিতির হার ছিল ৭২ দশমিক ৫ এবং সরকারী হিসাব মতে ড্রপ আউটের হার প্রায় ৫২ দশমিক ৭৬ ভাগ।

পাবনা জেলার সরকারী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশীর ভাগেই শিক্ষা উপকরণ তথা চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাক বোর্ড, চক-ডাস্টার, খাতাপত্র ইত্যাদির অভাব প্রকট। অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা স্থান সংকুলান না হওয়ায় উন্মুক্ত স্থানে বা গাছ তলায় বসে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতাভুক্ত কোন কোন বিদ্যালয়ে খাদ্য বিতরণে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটি চেয়ারম্যানদের যোগসাজশে ভুয়া ছাত্র ভর্তি তালিকা তৈরি করে গম আত্মসাৎ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।